নানারঙের কাব্যযাপন

BANGLADARSHAN.COM

পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥উৎসর্গ॥

গুরুর চরণধূলি নিয়ে
মনমুকুর মালিন্যমুক্ত,
জগন্মাতার মহিমা গাই
সন্তান তাঁর অনুরক্ত।

"সদ্গুরুরূপী ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর পুতরাঙাপাদপদ্মে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হল মাতৃচরণাশ্রীতা পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে জগৎজননীর সতত কৃপা ও অমৃতকরুণাধারা ব্যতীত আমার লেখা সম্ভবই ছিল না।

জয় শ্রীশ্রী মা সর্বাণী, জয় গুরুমহারাজগণ।

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
দৃশ্যকল্প	৫
স্রোতের গতি	৬
সৃজন কারণ	৮
অচিন চেনা	৯
তোমার আমি	১০
গোপন ইচ্ছা	১২
দয়াভিক্ষা	১৩
ব্যাপার	১৪
আশা প্রত্যাশা	১৫
প্রকাশ	১৬
অতৃপ্তি	১৭
স্বপন বোনা	১৯
সন্ধ্যা রাতে	২০
স্বপ্নকথা	২১
শীত সকাল	২২
শান্তির খোঁজে	২৩
শাশ্বত আর্তি	২৪
কলম আমার	২৫
সুজন সখা	২৬
নবদিবস	২৭
সাগরপারে	২৮
প্রকৃতির রোষ	২৯
প্রেয়ার	৩০
বিজনে	৩১
জীবনবোধে নদী	৩২
মন পাখি	৩৩
নয়ন পাখি রে	৩৪
আত্মধন	৩৫
আত্মলয়	৩৬
নিশাবসান	৩৭
পরমচেতন	৩৮
সাগর সুখে	৩৯
মন মোহনায়	৪০
প্রকৃতির উপাদান	৪১

BANGLADARSHAN.COM

সায়াহ্নে	৪২
বহুদূরে	৪৩
চেতনের পথে	৪৪
কৃপণ মন	৪৫
রূপকথা লেখা	৪৭
অনন্তর আহ্বান	৪৮
রঙীন রূপকথা	৪৯
অবুঝ মন	৫০
আকুতি	৫১
আলোকবর্ষ দূরে	৫২
আসুক সাম্য	৫৩
নিরন্তর শরণাগত	৫৪
মানস উড়ান	৫৫
হে কবি কর ক্ষমা	৫৬
যেদিন যাব	৫৭
হয়তো হবে	৫৮
অচেনা স্মৃতি	৫৯
আলোর রথ	৬০
মনমাঝি	৬১
মনবাউলের একতারা	৬২
কখনো আমি	৬৩
অচিন সুর	৬৪

BANGLADARSHAN.COM

দৃশ্যকল্প

অঘ্রাণের ধানের শীষে নবান্নের আগমন,
শিশির সিক্ত ঘাসের ডগায় হিমেল পরশন,
মিঠে নরম রোদে মাখা পাকা হলুদ ধান,
হাল্কা হাওয়ায় ভাসে খেঁজুর রসের ঘ্রাণ।

শান্ত নদীর জলের ধারে বলাকার প্রতীক্ষা,
রিক্ত হবার জন্য চলে ধরণীর অপেক্ষা,
পাতাঝরার দিনের শুরু শীতের উন্মেষ,
লেপে কাঁথায় কম্বলে উষ্ণতার রেশ।

এমন দিনের অবসরে হয় ফেরারী মন,
আলপনা দেয় স্মৃতি, উঁকি দেয় হারা স্বজন।
মনখারাপের গোধূলিতে শঙ্খ চিলের ডাক,
বালিহাঁসের ডানায় মোছে সন্ধ্যা প্রদীপ শাঁখ।

BANGLADARSHAN.COM

স্রোতের গতি

চলছে জীবনের স্রোত বিচিত্র গতিতে,
আসছে কতই নতুন মানুষ কত নতুন পথে।
কেউ বা তারা গুণের জন্য তোমায় ভালোবাসে,
কেউ বা তোমার রূপের সুধায়, মুগ্ধ কিসের আশে।

কারও আছে তোমায় দিয়ে কিছু সিদ্ধি স্বার্থ,
কারও আবার তোমায় নিয়েই যত অনর্থ।
কেউ বা তোমার সামনে ভালো, পিছনে সে ক্ষিপ্ত,
কেউ বা আছে নিজের মনে, কেউ বা অতৃপ্ত।

বাসনার বিচিত্র ফেরে অনেক কাণ্ড ঘটে,
বাসনা পূরণ না হলে তোমার নিন্দে রটে।
পঞ্চভূতের শরীর দিয়ে বাসনার নিবৃত্তি,
কেউ খোঁজে না আত্মা আপন, কর্ম করে প্রবৃত্তি।

BANGLADARSHAN.COM

আচার বিচার নিয়ম নিষ্ঠা সবাই করে পালন,
কেউ বসে না নিজের সাথে, বাসনা ভোগ লালন।
নিজের মাঝে লুকিয়ে আছেন পরম পুরুষ প্রভু,
অন্তিমে তার মানেই যাওয়া, তাতেই বিশ্বপ্রভু।

সব বাসনার নিবৃত্তি তাঁকে পেলেন হল,
সহজে দেন না ধরা, করেন নানান ছল।
তবুও যদি কৃপা করে যদি পরশ দেন,
নানান ছুতোয় নানা ভাবে পরীক্ষা যে নেন।

বিশ্বাসেতে বসত তাঁরই, হৃদয় জুড়ে রাজ,
প্রতিশ্বাসের গতিতেই তিনি করেন কাজ।
তাঁরই কথা কবীর নানক মীরাবাঈয়ের কথায়,
যোগীর যোগে আছেন তিনি, ভক্তিরসের গাথায়।

তাঁরই আশে জীবন ধারণ, অন্তিমেতে তিনি,
তাঁকে জানার জন্য কতই উপকরণ কিনি।
অধরা যে হয়ে থেকে তিনিই সব করান,
তাঁরই পথ চেয়ে মোদের হয় জীবন ধারণ।

BANGLADARSHAN.COM

সৃজন কারণ

লক্ষ যোনির যাত্রা পথে
কতই রূপে চলছি মেতে,
সার্থক হোক মানব জনম
জীবসেবার করে করম।

নশ্বর এই জীবন আধার
নতুন রূপে আসবো আবার,
জীবন ভর এই যাত্রাতে তাই
অনন্তেরই খোঁজ করে যাই।

পরমাত্মায় বিলীন হতে
সাধন ভজন জপ করতে,
যেমন কর্ম যেমন পূজন
তেমন রূপে তোমার সৃজন।

উদ্দেশ্য প্রতি প্রাণে
সাধন করে ইষ্ট দর্শনে,
প্রেম নাম জপের বীজে
ভক্তিবারি করে সৃজে।

ঐহিকেতে মত বিভিন্ন
চিরন্তন এক দর্শন
অন্তকালে ডাকলে ক্রমে
একাঙ্গী হবে অন্তিমে।

BANGLADARSHAN.COM

অচিন চেনা

তোমায় আমি ডাকব কেমন করে?
কখনো তুমি সুজন সখা
কখনো অচেনারে।
তোমায় আমি চিনব কেমন করে?

এগিয়ে এসে স্মিত হেসে
অকুল নয়ন ’পরে।
তোমায় আমি রাখব কোথায় ধরে?
একলা ঘরের নিটোল কোণে।

শিশির ঝরা ভোরে।
তোমায় আমি দেখব কেমন করে?
অন্তরেতে ডাক দিয়ে যাও
জ্যোতির পথটি ধরে।

তোমায় আমি বুঝব কেমন করে?
মনের গহীন কান্না হাসি
যখন ছোঁবে তোমারে।
তোমায় আপন করব কোন মন্তরে?
যখন তুমি আপনি এসে
উদয় মন মুকুরে।

BANGLADARSHAN.COM

তোমার আমি

আমার ’পরে তোমার যে দুরন্ত অভিমান,
তাতেই কিন্তু বারে বারে আমার মান।
আমার ’পরে তোমার যে জোর,
সে যে তোমার পরম আদর,
বারে বারে অকারণেই এই যে তোমার হেলা,
আমি কিন্তু বুঝি তোমার হেলাফেলার খেলা।

আমার ’পরে তোমার যে এই নিয়ত রাখা নজর,
আমি কিন্তু জানি আমায় ছুঁয়ে থাকার ওজর।
আমার সকল ওঠাবসা,
সবার সাথে মেলামেশা,
চোখের সামনে রেখে তোমার নিত্য স্নেহের আদর,
এইখানেতেই তুমি হারো, বাড়ে আমার সমাদর।

BANGLADARSHAN.COM

আমার সঙ্গে নিত্য তুমি কতই লীলায় খেল,
কতভাবে পরীক্ষা নাও কতই দূরে ঠেল,
কিন্তু মনের গহীন কোণে,
জান তুমি সংগোপনে,
আমায় ছাড়া বিফল তোমার সকল কর্ম কাণ্ড,
আমায় নিয়ে খেলোই শুধু, দাও না তাই দন্ড।

মাঝে মাঝে তোমার সাথে আমার এই যে দ্বন্দ্ব,
আমিই ছেড়ে থাকতে নারি, তবুও হয় না সন্দ।
হঠাৎ রাগে বাক্যহারা,
শীতলতার নিরেট পারা,
প্রতিবারেই আমি গিয়ে গলাই বরফ দ্বেষের,
তুমি আমার চলার আলো, জ্যোতি আমার শেষের।

আমার সকল জুলুম মেনে আমায় কাছে টানা,
নানান প্রশ্রয়ের ছলে নিত্য আনাগোনা।

আকর্ষণ করে মনোযোগ,
ঘটে চলে এই সংযোগ,
তুমি আমার জীবনে যে আছো জন্মান্তরে,
প্রতি জন্মে তোমাকে চাই আপন অন্তরে।

BANGLADARSHAN.COM

গোপন ইচ্ছা

অনেক কালের মনের কথা লুকিয়ে গোপনে,
কেটে গেল যাপনের দিন কর্মমুখর জীবনে,
প্রসাদ গুণের উত্তরণে,
গুণগ্রামের উচ্চ গুণে,
আসবে কবে জ্যোতির পরশ নিভৃতে নির্জনে,
সেদিন হবে জন্মান্তর তুচ্ছ এ জীবনে।

ব্যাপ্ত চরাচরের মাঝে তোমারই প্রকাশ,
প্রকৃতি জীবের মধ্যে তোমারই উদ্ভাস,
বিশ্বভুবন পূজায় রত,
তোমার সত্তা অনুস্যূত,
তোমা হতে প্রকাশিত তোমাতেই সব লয়,
তোমাতে মিশে যেতে বহু জন্ম ক্ষয়।

BANGLADARSHAN.COM

তোমারই দর্শন আশে জীবনতরী বাওয়া,
তোমাকে পাবার নিবিত্ত সব সে তাপ সওয়া,
তোমার মনোহর সে রূপে,
গহীন বোধে চুপে চুপে,
চলছে আমার দিন গোনা এই সজল নয়নে,
নিত্য স্মরণ করেও আমার ঠাঁই নেই চরণে?

দয়াভিক্ষা

তুমি মাতা তুমি পিতা তুমি বন্ধু সখা,
প্রকৃতি পরমব্রহ্ম তোমাতেই আঁকা।
দিতে তোমায় পূজার ডালি,
আসে অন্তরে সকল কালি,
পরাণ আমার পায় না যে তোমার দেখা।

ছিল না এতদিন কোনো ব্যথা,
অঙ্গভরে ছিল আবিল মলিনতা,
আজ তোমার ওই শুভ্র ক্রোড়ে,
ব্যাকুল এ মন কেঁদেই মরে,
তোমার দয়ার করে আমার মোক্ষ লেখা।

BANGLADARSHAN.COM

ব্যাপার

ফুরাবে না আমার নিজেরে জানা,
তার সঙ্গে রয়ে যাবে তোমায় চেনা।
তোমারই স্মরণেতে
কত জন্ম মরণেতে,
নিজেরে দিলেও তবু বাড়বে দেনা।
আসতে হবে আমাকে যে হাটে বাটে,
বারে বারে নানা জনম ঘাটে ঘাটে,
সংযোগ মোর তোমার সাথে
বাড়বে চলে দিনে রাতে
চলবে শুধু তোমার সঙ্গে লেনাদেনা।

BANGLADARSHAN.COM

আশা প্রত্যাশা

স্বপ্ন পূরণের যত আশা প্রত্যাশা,
পূরণ না হলেই বাড়ে মনের হতাশা।
আশা তবু থাকে মনের ভেতরে,
প্রত্যাশা কিন্তু অপরের ’পরে।

আশা পূরণ হলে বাড়ে আনন্দ,
প্রত্যাশা না পুরোলে নিরানন্দ।
ভুলে যাই প্রত্যাশা অন্যের কাছে,
নিজেকেই ছোট করে সবার মাঝে।

জীবনের গতিপথে দুটোই লাগে,
আশা মনেতে বাড়ে, প্রত্যাশা জাগে।
আশার ছলনে ভুলে মরে মন চাষা,
প্রত্যাশা পূরণেই লাগে সব খাসা।

প্রত্যাশা ছাড়লে মনের মুক্তি,
থাকে না বাঁধন কোনো, না রয় যুক্তি।
মনের কুহেলি বাড়ে আশা নিরাশায়,
তবুও বাঁচে মানুষ বিপুল প্রত্যাশায়।

BANGLADARSHAN.COM

প্রকাশ

অন্তরে লুকিয়ে ছিলে বহিঃপ্রকাশ বন্ধ,
চোখে দেখি বাহির দৃশ্য অন্তর চোখ অন্ধ।
আমার সকল আঘাত আশায়
সকল কিছুর ভালোবাসায়।

আছো তুমি আমার সাথে মিশে জীবন ছন্দ।
আমার সকল খেলার মাঝে তুমি যে আনন্দ
হেলায় তোমায় ভুলে আছি তাই তো নিরানন্দ।
গভীর প্রাণে গোপন কোণে।

দুঃখ সুখের সকল গানে,
তোমারই সুর বাজে, ছড়ায় তোমার নিত্য গন্ধ।

BANGLADARSHAN.COM

অতৃপ্তি

তোমার মাঝে সৃজন পালন
তোমার বুকেই লয়,
তোমায় ঘিরে সাধন ভজন
তোমার চাওয়ায় ক্ষয়।

জন্মক্ষনে আসবে বলে
দিয়েছিলে কথা,
এতদিন তো কেটেই গেল
তোমার নীরবতা।

ভোরের পাখি গান গেয়ে যায়
নিশীথ তারা জাগে,
তোমায় পাওয়ার ব্যাকুলতা
মেশে অন্তরাগে।

BANGLADARSHAN.COM

আজীবনের ভজন পূজন
সব লাগে গো বৃথা,
তোমায় ছাড়া জীবন মাঝে
সকলই রিক্ততা।

আজ জীবনের প্রান্ত বেলার
অস্ত শেষ এই সীমানা,
প্রাণে প্রাণে বাজে ব্যথা
কথা দিয়ে এলে না।

মনের ভাব লাঘব হল
তোমার মধু বচনে
অন্তর আজ হল তৃপ্ত
দিব্য দর্শনে
আমার জগৎ ব্যাপ্ত শুধু

তোমার প্রসাদ গুণে
দৃষ্টি বাণী গীত প্রসাদ
সর্বদা রেখো চরণে।

তোমায় নিয়ে আমার জগৎ
তোমায় ভালোবাসা
নিঃশর্ত সমর্পণে নেই কিছু প্রত্যাশা
এইটুকু কৃপা কর শুধু কাছে ধরে রাখো
দূরে ঠেলে দিও না, অন্তরটা দেখো।

BANGLADARSHAN.COM

স্বপন বোনা

মেঘ জোছনার আকাশ পটে
পূর্ণিমার ওই চাঁদ,
ছোট্ট মেয়ের মুগ্ধ চোখে
স্বপ্ন আঁকে রাত।

ওইখানে যে চাঁদের বুড়ি
চরকা কাটে বসে,
ঘুমপাড়িয়ে ঘুমপরীরা
উড়ে যায় ওই দেশে।

BANGLADARSHAN.COM

সন্ধ্যা রাতে

অস্তাচলে সূর্য নামে পাখির আনাগোনায়,
দিনের আলোর রেশটুকু ওই বালিহাঁসের ডানায়।
আদিগন্ত আবির মাখা বিহগ ফেরে কুলায়,
নরম আলোর পরশ দ্রুত পশ্চিমে ওই মিলায়।

নিঝুম সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে মন্দিরে দ্বীপ জ্বেলে,
মন্দিরেতে আরতি হয় শঙ্খ ঘণ্টা ফুলে।
দূরের থেকে ভেসে আসে স্তবগানের তান,
মসীলিপ্ত চরাচরের স্নিগ্ধ চাঁদের বান।

নিদ্রা নামে ধরণীতে স্তিমিত হয় দীপ,
আকাশের ওড়নাতে ভাসে চুমকি তারার টিপ।

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নকথা

রাত্রি এলে ছোট্ট শিশুর চোখেতে ঘুম নামে,
মায়ের কোলে শুয়ে স্বপন দেখে গভীর যামে।
পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে সাত সমুদ্র পাড়ে,
রাজকন্যা আছে বসে তেরো নদীর কিনারে।

সোনা রূপার কাঠির ছোঁয়ায় রাক্ষসীদের দেশে,
ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর কথাতে সেথায় নামে শেষে।
নদীর তলে গোপন কৌটায় প্রাণভোমরা রাখা,
সেটি মেরে রাজকন্যার হাতেতে হাত রাখা।

পক্ষীরাজ রাজকন্যার সাথে ঘরে ফেরা,
ঘুমের পরে জেগে দেখে মায়ের আঁচল ঘেরা।

BANGLADARSHAN.COM

শীত সকাল

কুয়াশা ঘেরা শীতের ভোরে
মৃদু পাখির কলরব,
দূর নদীতে নৌকা বাওয়ার
ছলাৎ ছল জল রব।

আকাশ ঘিরে উঠছে ভেসে
বাল রবির কিরণ,
রাত্রি শেষে উষায় মিশে
নতুন দিনের আগমন।

শীতের ভোরে শিউলি নামে
রসের ভাঁড়ার বাঁকে,
এগিয়ে চলে হাটের পানে
শীত ছোঁয় না তাকে।

BANGLADARSHAN.COM

লেপের আদর ছেড়ে সবার
অঙ্গনেতে পড়ে জল,
সোনা রোদের আভাসে
আসে শীতের সকাল।

শান্তির খোঁজে

শান্তি খুঁজে পেতে এসেছি তোমার দ্বারে
ফিরিও না মোরে নিছক অবহেলায়,
অশান্ত মনে অস্থির প্রাণে আজ
জুড়াতে চাই তোমার নিত্য খেলায়।

অরণ্য পথ পাহাড় নদী পেরিয়ে
ছুটে এসেছি তোমার অমৃত ক্ষেত্রে,
কত তপস্যা, কতই বাধা ডিঙিয়ে
মেলাতে চেয়েছি তোমাকে ধ্যান নেত্রে।

মনে বনে কোণে করেছি সাধন ভজন
ছুটে ছুটে গেছি নিত্য সাধুসঙ্গে,
অন্তরে বসে নীরবে দেখেছো তুমি
হেসেছো হয়তো নিভৃতে অন্তরঙ্গে।

BANGLADARSHAN.COM

তোমার দ্বারে হাত পেতে এই দাঁড়ালাম
দিব্য আশিসে ঠাঁই দাও তব চরণে,
হে পরমাত্মা, আমার আত্মা তোমাতে
রাখো রাখো মোরে প্রতি জন্মে মরণে।

শাশ্বত আর্তি

ওগো সাধনদুর্লভ, জীবনবল্লভ
ওগো পরমাত্মা শাশ্বত,
ঘুচাও মনের সকল বাসনা,
মুছে দাও কালি যত।

মনমুকুরের পটখানি করো
স্বচ্ছ মালিন্য মুক্ত,
অন্তর করো নির্মল, সরল
প্রাণ করো নির্লিপ্ত।

তোমার দিব্য প্রকাশ যেন
হৃদয় পদ্মে দেখি,
তোমার নিত্য মহিমার বোধ
চেতন মাঝে নিরখি।

অন্তর মাঝে তোমার জ্যোতিতে
কর ভবনদী পার,
অন্তিমে যেন তোমারই কৃপায়
পাই চরণ তোমার।

BANGLADARSHAN.COM

কলম আমার

কলম আমার যখন হাতে আসে
চলতে চায় নিরন্তর ছুটে,
তুলে ধরে যত মনের ভাবনা
যত তরঙ্গ অন্তরেতে ওঠে।

কলম আমার বহু বছর ধরে
রেখেছে ছাপ নানান পরীক্ষায়,
সেই কলমের ভরসায় বার বার
পাই ফলাফল অনেক প্রতীক্ষায়।

কলম আমার লিখেছে গল্প, ছড়া
কলম আমার লিখেছে অনেক গাথা,
এখন আমার কলম কেবল চায়
লিখে চলুক সে দিব্য জীবন কথা।

BANGLADARSHAN.COM

কূটকচালিতে রুচি নেই কলমের
রুচি নেই তার সংসারের ওঠাপড়ায়,
কলম আমার চায় লিখে যেতে শুধু
সৎকথা সব মহাজীবনের ছায়ায়।

সুজন সখা

ওগো আমার মনের মিতা
ওগো আমার সুজন সখা,
হাতটা যেদিন ধরলে আমার
ভরাট হল সকল ফাঁকা।

তোমার সুরে আমার গানে
এই যে পথে এগিয়ে চলা,
জন্ম জন্মে চাই বারবার
সুরে গানে কথা বলা।

মসৃণ নয় পথটি মোদের
তবুও তুমি ছিলে বলে,
নিজের সত্তা নিয়ে এখন
তোমার সাথে যাই যে চলে।

BANGLADARSHAN.COM

জীবন মাঝে এসে আমার
অনেক কিছু দিয়েছো যে,
আত্মার টান বুঝেছি কী
তোমায় পেয়েছি জীবন মাঝে।

নিরুচ্চারে নিরবধি আছ
আমার সকল কাজে,
তোমার পৃষ্ঠবলে আমার
মাথা উঁচু সবার মাঝে।

নবদিবস

উদাসী মনের জানলা খুলে
বসে আছি আমি একা
বাইরে নিকষ হিমেল রাত্রি
তারার ওড়না আঁকা।

দূরে কোনখানে ডাকছে পাখি
রাতচরা নিশাচর,
বেপাড়ার সারমেয় ডেকে চলে
নিঝুম চরাচর।

হিমে ভেজা রাত বয়ে চলে
তার স্তব্ধ প্রহর গুনে,
ধীরে ধীরে ঢাকে কুহেলিতে ধরা
ভরে মালকোষ তানে।

কুয়াশা জড়ানো শীতের ভোরের
আবাহন গায় ধরা,
শিশির শ্যামল ফুলের আসরে
জাগে সূর্যের সাড়া।

সপ্তাশ্বের রথে চড়ে দেখা দেয়
আলোকের রেশ,
শুরু হল আরেকটি দিবস
তমসা রাত্রি শেষ।

ভোরের পাখি উঠল গেয়ে
মধুর কলতানে,
আলোয় আলোয় পূর্ণ পৃথিবী
নবদিবসের গানে।

BANGLADARSHAN.COM

সাগরপারে

মন কেমনের বিকেল বেলায় দাঁড়িয়ে সাগর পারে,
ঝিনুক হাতে মুক্তো খুঁজি কোন আশা কিনারে।
সাগরের হিল্লোলে জাগে অতলান্তের ডাক,
দূর দিগন্তে যায় উড়ে ওই বলাকারই ঝাঁক।

ঢেউয়ের বুকে ভেসে চলে মাছধরার ওই নাও,
জলের কাছে প্রার্থনা তার কিছু কিছু মীন দাও।
আকাশ মেশে সাগর বুকে দৃষ্টি হারায় দূরে,
কে যেন ডাক দিল আমায় হৃদ উদাসী সুরে।

হারিয়ে যেতে ইচ্ছে আমার ঢেউয়ের বুকে ভেসে,
অচিনপুরে যেতে যে চাই জ্যোতির ভেলার রেশে।
থাকবে না তো নিয়ম বাঁধন, চির বসত শান্তির
চির সখার সাথে রব, মিলবে রং মিলান্তির।

সময়ের শাসনে কেউ বাঁধবে না আর সেথায়,
মুখের ভাষা স্তব্ধ হয়ে ভাব না বলা কথায়।

BANGLADARSHAN.COM

প্রকৃতির রোষ

ওই যে সাগর লহর তুলে আপন বিভায় মত্ত,
ওর অতলে কতই রতন, লুকিয়ে নিঃশর্ত।
ওই যে দূরের অস্তরাগে আবীর ছড়ানো আকাশ,
ওর বুকেতেই মিশে থাকে রাতের তারার আভাস।

ওই যে ঝর্ণা আপন গতিতে নিত্য ছন্দে নামে,
উপলে উপলে গড়িয়ে পড়ে কত কথা তার জমে।
ওই যে পাহাড় নিজ মহিমায় ধ্যানগম্ভীর অটল,
তার কন্দরে সাধন ঋষি যতির সে রয় অচল।

ওই যে বৃক্ষ আজীবন দেয় কত সেবা ধরাতে,
ও শেখায় নিঃস্বার্থ হতে, সকলেরে ছায়া দিতে।
এই যে মাটি পায়ের তলায় যার বুকে অস্তিত্ব,
সহনশীলতা শেখায় সবারে, পড়ে থাকে নিস্তব্ধ।

এই যে বৃষ্টি আকাশ ছেয়ে বারি সিঞ্চনরত,
সবারে দেয় শীতলতা সে, ধনী দরিদ্র আর্ত।
এদের মাঝে সভ্যতা বয়ে চলে যুগ যুগ ধরে,
নেয় শুধু সব এদের থেকে, দেয় ক্ষত বুকে ভরে।

একদিন নামে প্রকৃতির রোষ, সভ্যতা করে জীর্ণ,
সভ্যতা চায় ভিক্ষা তখন, যাপন প্রহর শীর্ণ।

BANGLADARSHAN.COM

প্রেয়ার

ক্রিসমাস ট্রির গায়ে যখন টুনি আলো জ্বলে,
গাছের গায়ের ঘণ্টা যখন বাজে হিমেল দোলে।
তারায় ঢাকা আকাশ থেকে চাঁদের তরী বেয়ে,
প্রতিবছর আগমন তার তুষার পথ দিয়ে।

রেনডিয়ারে টানা স্লেজে পিঠে মস্ত ঝোলা,
সাদা দাড়ি গোঁফের মুখে লাল জামাপ্যান্ট ঢোলা।
বয়স তার বাড়েনা আর, বড়দিনে দেয় দেখা,
ঈশ্বর পুত্রের অমিয় বাণীর দায় শুধু তার একা।

ছোট বড়ো সবার স্বপ্ন পূরণ করা লক্ষ্য,
তার ঝুলিতে থাকে সবই, সবেতেই সে দক্ষ।
সান্তা বুড়ো তোমার কাছে এবার করি প্রেয়ার,
সরাও এই রোগের বিষ, হোক পৃথিবী ফেয়ার।

BANGLADARSHAN.COM

বিজনে

এই যে রাঙা মাটির ঘর সবুজ শান্ত করা,
এইখানেতেই ছায়ালোকের স্বপ্নরা সব ছাড়া,
এরই গহীন গোপন করে,
দুখের সে লোক বিরাজ করে।

সেইখানে বিজনে বসে বিরহী সে থাকে,
প্রতিপলে অন্তরে সে প্রিয় নামটি ডাকে,
ব্যথায় যখন মিলবে সবে।
সুখের স্বর্গ মিলবে তবে অমিয় ধারায় ভরা।

BANGLADARSHAN.COM

জীবনবোধে নদী

নদী আমাকে টানে তার চলার ছন্দে,
নদী রঙ্গে রূপে বর্ণে মাতায় আনন্দে,
নিত্যদিনের জোয়ার ভাটায়,
তরঙ্গ, চর, গভীরতায়,
অপূর্ব তার বয়ে চলা জীবন গাথার রন্ধ্রে,
নদীর গতিময়তা মেশে সভ্যতার দিগন্তে।

কত জনপদের বসত নদীর পাড়ে পাড়ে,
কত লোকের জীবনগাথা নদীর দু'ধারে,
জোয়ারে কুল ভাসিয়ে দেওয়া,
ভাটায় পলির জমে যাওয়া,
দাঁড় টেনে নৌকার চলাচল এপার ওপার,
নদীর প্রবহমনতা অকুল বিস্তারে।

BANGLADARSHAN.COM

চিরকাল চিরদিন তাই নদীর কাছে ঋণ,
বেড়েই চলে নদীর প্রতিদিন প্রতিদিন,
নদীর এককুল ভেঙে পড়ে,
আরেককুল ওঠে গড়ে,
নদীর অনন্তের পানে বহমানতা অক্ষুণ্ণ,
জীবনবোধের আত্মা মেশে নদীতে অভিন্ন।

মন পাখি

বন্দী ছিল খাঁচার পাখি মুক্তি দিলাম তারে,
নিজের ডানায় ভর করে খুঁজে নে অজানারে
মুক্ত নীল আকাশ পারে,
দিগন্ত ছাড়িয়ে বহু দূরে,
এবারে গড়ে নে রে পাখি আপন সুখের নীড়,
তোকে স্বাধীন করে মিটুক তৃষা হৃদয়টির।

তোর ডানাতে ভর করে মোর মন চলেছে উড়ে,
দূরে যেথায় থাকে স্বজন, সেই সে অচিনপুরে,
তোর কলরব শুনুক সে জন,
যে হয় আমার অন্তর ধন,
তার বার্তা নিয়ে আয় না আমার দাওয়ার পাশে,
খুশি মনে দে তার কুশল আমার চালে বসে।

BANGLADARSHAN.COM

নয়ন পাখি রে

মুক্তি দিলাম ওরে পাখি আমার খাঁচা থেকে,
তোর মাঝেতে মুক্তি খুঁজি এ ঘর দুয়ার রেখে
তোর ডানাতে ভর করে আজ,
নেবো খোলা আকাশের স্বাদ
আসব আপন খুশির ঘরে যখন ইচ্ছে হবে,
বন্দী জীবন থেকে মুক্ত তোর সাথেই রবে।

দিগন্তে সীমানায় ওই যে দূর অজানা,
ওখানে আমার মন পাখি হারিয়ে যেতে মানা,
উড়ে যাব ওই সুদূরে,
বিস্রস্ত বসন পরে,
আছে আমার সুজন সখা, আমার আত্মজন,
তোর মাঝেতেই আপন পরাণ করছি রে সৃজন।

BANGLADARSHAN.COM

আত্মধন

কোন অহমে গর্বিত তুই আমার অবুঝ মন,
কোন বাসনায় হেলায় হারায় আপন আত্মধন,
কোন সে স্বপ্ন বুনে চলিস অলীক আশায়,
কোন সে জীবন বইতে চাস নিয়ত আকাঙ্ক্ষায়,
আপন মনের অতৃপ্তিতে চাস কোন তৃপ্তি,
সবকিছুর মাঝে ছুঁয়ে যায় অনন্ত ব্যাপ্তি।

জগৎ চরাচরের মাঝে সুপ্ত যে মহাপ্রাণ,
সর্ব ঘটে ঘটে তার বাস, চেতনার উত্থান,
সব কিছুরই মাঝে তারই সুরটি যে বাজে,
মহাজীবনের পথে চলা তার নিজ কাজে,
সেইখানে সেই জ্যোতির মাঝে সুপ্ত এ চেতন,
সেথায় এ মন মিশে যে যায়, অখণ্ড ব্রহ্মণ।

BANGLADARSHAN.COM

জন্ম থেকে জন্মান্তরে তার হয় উত্তরণ,
চেতনে সংস্কারে মেশে নিজ বোধের ধন,
সেইখানেতে দয়াল প্রভুর পাতা যে আসন,
সেথায় লুটোয় সকল আশা, করে সমর্পণ,
তার আশাতে বসে থাকা কর্ম আর সাধন,
সেই সে নিত্য দিব্য মহান, সেই সে আত্মধন।

আত্মলয়

তোমার বিবেক লুকিয়ে কাঁদে তোমারই মনে,
তোমার মাঝে ওঠা পড়া দেখে গোপনে
সাক্ষী সে তোমার অন্তহীন বাসনার,
ভালো মন্দর নিক্তিতে মাপে বারংবার।

শ্রেয় আর প্রেয়র মধ্যে কোন পথে যাবে,
প্রেয় নিয়ে দিন কাটাবে, নাকি শ্রেয়ই নেবে?
প্রেয়র পথে আছে তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ,
কিন্তু সেথা হয় না শেষ প্রবৃত্তির দহন।

শ্রেয়র পথ কঠিন বটে, ছাড়তে হয় অনেক,
কিন্তু সেপথ শান্তি দেয়, দেখায় দিব্যলোক।
মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন,
বারে বারে সেকথা বলেন সন্তগণ।

শ্রেয়র পথে নিবৃত্তি হয় সকল বাসনার,
নিবৃত্তি মার্গ শ্রেয় তাই ইষ্ট ভজনার,
সে পথের শেষে দাঁড়িয়ে দয়াল প্রভু,
আমি তোমায় ছুঁতে চাই, আসবে তো কভু?

তোমার মাঝে বিলীন হোক আমার জীবাত্মা,
সদ্গুরুরূপে এসো তুমি প্রতিভূ পরমাত্মা,
করিয়ে নাও সাধন ভজন সব যেটুকু হয়,
কোনো জন্মে করে নিও তোমার মাঝে লয়।

BANGLADARSHAN.COM

নিশাবসান

দূর আকাশের শুকতারাটি জ্বলছে প্রহরায়,
ধীরে ধীরে জাগছে ধরা, ভোরের অপেক্ষায়।
ম্লান আলোর আকাশপ্রদীপ চায় মৃদু হাওয়ায়,
শুকতারার পানে চেয়ে ঊষারই গান গায়।

কুয়াশার চাদর মোড়া আঁধার চরাচর,
উঠছে ধোঁয়ার কুন্ডলী নদীর ওপর,
অপর পাড়ে নদীর ধারে নৌকাগুলি দোলে,
দিগন্তে আলোর আভাস, পাখিরা চোখ খোলে।

আবীর রাঙা আকাশে মেলাল শুকতারা,
শুরু হল একটি দিন, আলোয় আলো ধরা,
আকাশপ্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে দূরে চেয়ে রই,
সাতটি ঘোড়ার রথের ওপর রবি সওয়ার ওই।

আলোয় আলো ভুবন ভরে নামল কনকধারা,
সূর্য আগমনে হল জগৎ মাতোয়ারা।

BANGLADARSHAN.COM

পরমচেতন

কথার ভাঁজে ভেসে ওঠে কতই অভিমান,
অন্তরে লুকোনো সেসব খুবই সংগোপন।
বুকের খাঁজে আছে জমে তোমায় দেখার আশ,
তুমিই জীবনাধার আমার, তুমি শ্বাস প্রশ্বাস।

কখনো চোখ বুজলে তোমায় পাই অন্তরেতে,
কেন ধরা দাও না ওগো বাহির আঁখিপাতে?
নির্লিপ্ত নির্বেদ আমায় করছো অহর্নিশ,
নিরাশক্তি ঘিরে ধরে অতৃপ্তির বিষ।

সংশয় তিমির মাঝে তুমিই যে গো গতি,
প্রেম আবেশে তোমার মানস পূর্ণ জগপতি,
স্থির মনের স্থির সে প্রাণে তুমিই যে স্পন্দন,
তোমার মাঝেই মুক্তি লেখা, তোমাতেই কম্পন।

বিশ্বমাঝে সকল প্রাণের উৎস যে চেতন,
সেই যে আমার পরম চেতন, সব সাধ্য সাধন।

BANGLADARSHAN.COM

সাগর সুখে

সাগর বেলায় ঢেউয়ের মাথায় উঠে যাব ভেসে,
মাঝসাগরের জলের তলায় নামব এক নিঃশ্বাসে,
সাগরের বুকের গভীরের ওই যে নানান রতন,
কুড়িয়ে নিয়ে উঠব বেলায়, দেখতে ঢেউয়ের মাতন।

বালির চরে বসে বসে গুনবো অনেক ঢেউ,
থাকবে নাতো ঘরের তাড়া, ডাকবে না তো কেউ।
তীরটি ধরে এগিয়ে গিয়ে শুনবো ঝাউয়ের গান,
নোনা ঢেউ আর বালির হাওয়ার মিশ্র কলতান।

সিগালগুলো উড়বে দূরে নীল সাগরের বুকে,
ওদের ডানায় মনটি রেখে চোখ বুজবো সুখে।

BANGLADARSHAN.COM

মন মোহনায়

বসেছি এসে বহতা নদীর জলের কিনারে,
ডানা মেলে বলাকা যায় দিগন্ত পারে।
বকের ডানায় ভর করে নদীর ওপরে,
ছুঁয়ে চলি নদীর জল গহীন গভীরে।

রোদ্দুরের সোনা রঙ জলেতে ছড়িয়ে,
এগিয়ে চলা জলের ওপর ডানা ভাসিয়ে।
জলের স্রোতে ভেসে চলা ছোট ছোট মাছ,
রোদের সাথে মিশে দেখায় আয়নারই কাঁচ।

ডুব দিল পানকৌড়ি জলের ভেতরে,
আবার তোলে মুখটি তার, চলে সাঁতরে।
মাঝি নৌকা বেয়ে নিয়ে নদীর মাঝে যায়,
দাঁড় বেয়ে তার এগিয়ে চলা জোয়ার ভাঁটায়।

দিগন্তের শেষে নদীর বাঁকটি দেখা যায়,
মন মাঝি ওই ভেসে চলে মনের মোহনায়।

BANGLADARSHAN.COM

প্রকৃতির উপাদান

বিশ্বের যত উপাদান সব প্রকৃতির সাথে যুক্ত,
আছে যা কিছু চেতন অচেতন প্রকৃতিতে সম্পৃক্ত।
নদী, ফুল, পাখি, অরণ্য, পাহাড়,
যত জীবকুল, মরু আর সাগর,
সকল কুলের পুরুষ রমণী একে অন্যে অনুরক্ত,
সবার মাঝে মিশে আছে প্রকৃতি, নয় কেউ উন্মুক্ত।

যত প্রাণীদের দেহ উপাদান সেও প্রকৃতির দান,
প্রকৃতি বিনা কারোরই নেই কোনো অবস্থান।
পঞ্চভূতের গড়া যে শরীর,
ক্ষিতি, ব্যোম, তেজ, মরুৎ, নীর,
প্রকৃতির সবেতে মিশে আছে, ব্যক্ত বা অব্যক্ত,
প্রকৃতির থেকে উৎস সবার, প্রকৃতিতেই মুক্ত।

BANGLADARSHAN.COM

সায়াহ্নে

জীবনের সায়াহ্ন বেলায় স্মৃতির পথটি ধরে,
যখন দেখি তাকিয়ে পিছে আপন মনমুকুরে,
হারিয়ে ফেলা কত স্বজন,
কত বন্ধু, কত আপনার জন,
তাদের কথা জমে আছে মনের গভীরে,
কত জনই হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির পারে।

শৈশবের স্তম্ভ দুজন আপন মাতাপিতা,
স্নেহের আঁচলের হাতছানি দাদু আর দিদা,
মামা মামি কাকা পিসি,
অবোধ বেলার বন্ধু রাশি,
হারিয়ে গেছে জীবনে থেকে রেখে স্মৃতির ডালি,
তাদের কথা পড়ে মনে, লাগে সবই খালি।

BANGLADARSHAN.COM

বহুদূরে

চলে যাবো বহুদূরে
মরু পেরিয়ে সাগরে,
ঢেউয়ের ভেলায় ভেসে
তীর ছোঁব বারে বারে।

বালির বুকের ওপরে
তপ্ত নিদাঘ দিনে,
হিমেল রাতের বুকে
শুকতারাটি চিনে।

মাঝসাগরের বুকে
জল ছুঁয়ে ডুব দিয়ে,
নামব সাগর তলে
ফিরব মুক্ত নিয়ে।

চেনা পরিমন্ডলে
আর হবে নাতো ফেরা,
অনন্তের অসীমের ডাকে
দিতে হবে যে সাড়া।

যা কিছু চাওয়া পাওয়া
মিটিয়ে দিয়ে যাব,
ঘুচাবো বন্ধন যত
যে সকল পার্থিব।

BANGLADARSHAN.COM

চেতনের পথে

কোন সে অনন্তের পানে চলে চেতন ধেয়ে,
এগিয়ে চলে সংস্কারে জ্যোতির সোপান বেয়ে,
অসীমের আহ্বানের জ্যোতি,
সূক্ষ্ম দেহের আলোর সাথী,
নভলোকের আকাশ পারে তারার মন্ডলে,
চেতন তারারলোকের দিব্য আলোর পথে চলে।

আলোক রথে সওয়ার হয়ে আত্মা অবিচল,
এগিয়ে চলে দেবলোকের পথে সে অটল।
পিছনে পড়ে রয় যে সব,
নামরূপের দেহের শব,
পড়ে রয় স্বজন পরিজন যা কিছু অর্জন,
সঙ্গে চলে কর্মফল, সংস্কার আর সাধন।

BANGLADARSHAN.COM

সীমানাহীন আকাশলোকের মাঝে অন্তহীন,
ভেসে চলে চেতনা উর্ধলোকে উড্ডীন,
আকাশগঙ্গা আলোক তরী,
মহর্লোকের রথে চড়ি,
ভাসে জ্যোতির বলয় মাঝে আত্মা অমলিন,
প্রারব্ধের ক্ষয় হলে সে পরমাত্মায় বিলীন।

কৃপণ মন

ভিক্ষাঝুলি নিয়ে ফিরি গ্রামের পথে পথে,
আসছিলে তুমি সে পথে তোমার কনক রথে,
দিব্য এক স্বপন সম,
প্রতিভাত চোখে মম,
অপরূপ তোমার সে মুরতি, অতুলনীয় সাজ,
আমি চেয়ে চেয়ে ভাবি একোন মহারাজ?

আজ পথে বেরিয়ে তোমার দেখা পেলাম যবে,
আজ আমাদের দ্বারে দ্বারে ফিরতে না হবে,
ঘরের বার হতে হতে,
তোমার দেখা পেলাম পথে,
তোমার দরশ প্রসাদেই সকল পূর্ণ হবে,
আজ শুভদিনে আমার সাধ পুরোবে তবে।

BANGLADARSHAN.COM

রথের চাকা থামল ঠিক আমার পাশে এসে,
রথের থেকে তাকিয়ে তুমি চাইলে মৃদু হেসে,
তোমার পুণ্য নয়ন বেয়ে,
অপার কৃপার ধারা নিয়ে,
দিব্য সোনার বরণ তোমার হাতখানি বাড়িয়ে,
"আমায় কিছু দাও" বলে পথে গেলে দাঁড়িয়ে।

দীনহীন আমার প্রতি এ কেমন রসিকতা,
ভিখারী আমি, আমি তোমায় দেব কেমন কথা?
তবু যখন প্রার্থী হয়ে,
চাইলে তুমি হাত বাড়িয়ে,
দিলাম এক মুষ্টি তন্ডুল তোমার হাতে তুলে,
সেটুক নিয়ে হাসিমুখে গেলে তুমি চলে।

তোমায় দিতে পারার সুখে গর্বিত এক মনে,
ফিরে এলাম দিনের শেষে আপন গৃহকোণে,

ঢেলে ফেলে ভিক্ষা ঝুলি
দেখি চেয়ে বিস্ময়ে তুমি,
মিশে আছে এক মুষ্টি স্বর্ণ দানা তন্ডুল,
তখন হাহাকারে ভাবি করেছি কি ভুল।

তুমি রাজাধীরাজ তুমি সর্ব জগৎ হোতা,
সেই তুমি চাইলে কিছু নিয়ে সব উদারতা,
আমি ক্ষুদ্র হৃদয় দিয়ে,
বিশাল তোমার মাপতে গিয়ে,
দিলাম আমার কৃপণ মনের অল্প কিছু খণ্ড,
কেন তোমায় দিলাম না আমার সব অখণ্ড?

BANGLADARSHAN.COM

রূপকথা লেখা

বলাকার সুদূরে উড়ান আকাশের অমোঘ ডাকে,
বাঁশির সুর খুঁজে ফেরে কারো নূপুরের নিক্কনকে।
কখনো কুঞ্জে এসে ফুলের গন্ধ নিয়ে,
হাওয়ার পরশ সেই ঘ্রাণ আনে বয়ে,
বুকে সুরভিত কেতকী বৃক্ষ রাখে।

কত বাধা কত সীমা পাহাড়ের পেরিয়ে
নদী এগিয়ে কি চলত?
অঙ্গে তরঙ্গে তার যদি মোহনার আহ্বান
না তরঙ্গ তুলত?
এখন এমন স্বপ্ন কেন জেনেছি আজ এল মনে,
তোমার পরশে ধন্য হয়েছে দিন যে এ জীবনে,
মিলনের রূপকথায় রঙীন যাপন তোমার চোখে।

BANGLADARSHAN.COM

অনন্তের আহ্বান

তারাজ্বলা জ্যোৎস্নাধোয়া
স্নিগ্ধ আলোয় ভেসে,
চরাচর যখন ওঠে
প্রকৃতির আলোয় হেসে।

তেমন দিনে সংগোপনে
নিবিড় বনের মাঝে,
বেজে ওঠে অনাদি রব
অনাহত আওয়াজে।

জ্যোৎস্নাস্নাত গাছের পাতায়
মৃদু শিশিরের আবেশ,
জাগায় প্রাণে দূর গগনের
আকাশগঙ্গার পরশ।

BANGLADARSHAN.COM

উড়ে চলে ব্যাকুল মন
অসীম অনন্ত পানে,
চেতনা যেন মিশে যায়
সুরলোকের তানে।

আলোর সোপান ধরে
আসে সুরাসুরের কথা,
ধরার বুকে মহৎ প্রাণে
বহে নীরবতা।

অরণ্য আর পাহাড় কেটে
নদী চলে ছুঁতে,
অমৃতলোকের বার্তা ছড়ায়
মাটির পৃথিবীতে।

রঙীন রূপকথা

কথার মাঝে, আলাপ কালে
ছড়ার গান বেজে চলে,
সুজন সখা, মনের মিতা,
বলে চলে কত কথা।

জন্ম নেয় রঙীন রূপকথা,
অলস সময় বেয়ে গিয়ে
নদীর জলে হাত ছুঁয়ে,
ভিজে হাতের শীতল রেশ।

জাগায় এক মোহ আবেশ
ভাষা পায় নীরবতা।

BANGLADARSHAN.COM

অবুঝ মন

সম্পূর্ণ শরণাগতি কেন হয় না মন?
কেন এতো সংশয় তোর, এতো চঞ্চল প্রাণ?
গুরুর চরণ পেলে যদি,
আঁকড়ে থাকো নিরবধি,
তিনি তোমার পারের কান্ডারি, তিনি প্রজ্ঞাজ্ঞান,
কেন দোলাচলে ভোগো আমার অবুঝ মন?

সংসারে এসেছো তুমি দুটো খালি হাতে,
সঙ্গে নিয়ে যাবে না কিছু, রইবে সব ধরাতে,
সঙ্গে যাবে আত্মকর্ম,
কর্মফল আর আত্মধর্ম,
সংস্কার সঙ্গে নিয়ে তুমি ছাড়বে এই শরীর,
গুরু পাদপদ্মে বিশ্বাস হোক অটল গম্ভীর।

BANGLADARSHAN.COM

কর্ম তুমি যা করছো, খারাপ কিংবা ভালো,
খারাপ কর্মে দুর্ভোগ হবে, ভালোতে ঘুচে কালো,
মন বুদ্ধি অহংকার সব,
একত্র করে কর অনুভব,
ভগবত কৃপা না হলে হয় না গুরুলাভ,
সদ্গুরু আর ভগবত অভিন্ন অদ্বৈতভাব।

আকুতি

প্রেমের ঠাকুর প্রেমের টানে,
আসে শুনি ভক্ত পানে,
তোমায় তো ডেকেছি ঠাকুর
দেখা কেন না দিলে নয়ানে?

বিশ্বজুড়ে তোমার সৃজন,
সবই কর তুমি পালন,
সবার মাঝে আছো তুমি,
ভুবনই যে তোমার লালন।

মাঝে মাঝে আসো তুমি
নিয়ত থাকো গোপনে,
হৃদয়ে আসে যে মেঘ
ঢাকে তোমায় অজ্ঞানে।

কি করলে পাব তব কৃপা
করব এবার প্রাণপণ,
তুমি যদি হও আপন
আমার সব দেব বিসর্জন।

BANGLADARSHAN.COM

আলোকবর্ষ দূরে

রাতের তারা ভরা আকাশে
তারার মৃদু আলো,
স্নিগ্ধ শীতল তারার দেশে
আকাশগঙ্গা জমকালো।

আকাশপানে তাকিয়ে দেখি
তারার মাঝে জ্বলে,
সপ্তর্ষি মন্ডলের সাথে
শুকতারা জ্বলজ্বলে।

ওখানে আছে ঊর্ধলোকের
সব আরাধ্য দেবতা,
আলোকবর্ষ দূরে বসেও
ভাবে ধরার কথা।

এখান থেকে তাঁদের পানে
জানালে প্রণাম,
তাঁদের আশিস পাঠিয়ে তাঁরা
দেন শ্রদ্ধার দাম।

BANGLADARSHAN.COM

আসুক সাম্য

ধর্ম ভুলে জয়ী হোক ভালোবাসা,
বিদ্বেষ ভুলে জয়ী হোক মানবতা,
সংকীর্ণতা ছেড়ে আসুক উদারতা,
নতুন প্রজন্মের মনে এই হোক প্রত্যাশা।

রক্তের রঙ সবার যেখানে লাল,
কেন সেখানে এতো বিভেদ চিরকাল,
আসুক নেমে সাম্য পৃথিবীতে,
অলসতা ছেড়ে আসুক ব্যস্ত সকাল।

হোক সব মানুষের এক ধর্ম মানবতা,
ত্যাগ, তিতিক্ষা, প্রেমে এগিয়ে চলুক সভ্যতা,
সবার বিপদে সবাই দাঁড়াক সব বিদ্বেষ ভুলে,
অনাথ আতুর দুঃস্থকে টেনে নিক আপনার কোলে?

BANGLADARSHAN.COM

নিরন্তর শরণাগত

শরণাগত হতে চায় সমর্পিত চিত্ত,
চায় না সে পার্থিব ধন, না চায় অপার বিত্ত।
প্রেমের ঠাকুর প্রাণের টানে যদি আসে দ্বারে,
অভ্যর্থনা করতে চায় শুদ্ধ নির্মল অন্তরে।
চিত্ত করে নির্মল, শুদ্ধ করে অন্তর,
রেখো তব প্রভু চরণে দেখা দিও নিরন্তর।

BANGLADARSHAN.COM

মানস উড়ান

আকাশপাড়ে অরুণ আলোয়
সোনা রোদে মিশে
সাগর কূলে পাখিরা যায়
উড়ে সুদূর দেশে।

সাগর জলে সোনা ঝরায়
অস্ত রবির কিরণ,
আকাশ পানে ডানা মেলে পাখিদের ওই উড়ান।
ওদের ডানায় ভর করে ওই দূর অজানার বুকে।

মন যে আমার দিল উড়ান ওদের সাথে সুখে।
আকাশ ছুঁয়ে সোনা রোদের উষ্ণতাটি মেখে,
বাতাস মাঝে মনের ডানায় উড়ি মানসলোকে।
দিগন্ত সীমানা পেরিয়ে মানসলোকের উড়ান,
অনাবিল এক আনন্দে ভরল উঠে পরাণ।

BANGLADARSHAN.COM

হে কবি কর ক্ষমা

স্বপ্নে ঘেরা ছাতিম গাছের ছায়ায়,
একদিন তুমি বসেছিলে ঋষি কবি,
ছাতিম ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে
মানস চক্ষে দেখেছিলে কত ছবি।

রচেছিলে তুমি আপনার মনে মনে
কত অনুভবে নানান ফাল্গুনী,
রচেছিলে তুমি মনের মাধুরী দিয়ে
মানবতাকে করে গেলে চিরঋণী।

মহিয়ান তব অমিত কীর্তি ভরে
জাতিকে তুমি দিয়ে গেলে কতকিছু,
আমরা কেবল বেসাতি করে তারই
তোমাকে করেছি জগতের কাছে নিচু।

BANGLADARSHAN.COM

তোমার শিক্ষা নিল না জীবনে জাতি
করে গেল চিরকাল সমালোচনা,
আজ যখন সে জীবনের পানে চায়
দেখে প্রতিক্ষেত্রে তোমার আনাগোনা।

তোমার চরণে নত মস্তকে আজি
সাষ্টাঙ্গে যাচি মোরা তব ক্ষমা,
চাই ছুঁতে তোমার অনন্ত অনুভব
আত্মার মাঝে করে যাই তাই জমা।

যেদিন যাব

জীবনের ওপারে, যেদিন যাব
সঙ্গে কেউ থাকবে নাতো আমার,
বৈতরণী পেরোতে হবে সেদিন
অবকাশ না রইবে আর থামার।

সংস্কার আর কর্মফল নিয়ে
যেতে হবে সেদিন পরপারে,
কে জানে কোন মার্গে হবে গতি
দেবযান না পিতৃযান ধরে।

ছেড়ে সকল মায়িক পিছুটান
ভুলিয়ে দিয়ে এজন্মের কথা,
আবার কোন খানে পথ চলা
নতুন সুখ নতুন সে বারতা।

BANGLADARSHAN.COM

হয়তো হবে

এই কবিতায় তুমি আমি,
এই বাতায়নের কাছে দাঁড়িয়ে,
আলোর দিকে চেয়ে থাকি,
ছুঁতে চায় দুহাত বাড়িয়ে।

এই সন্ধ্যায় তোমার সাথে
ভাগ করছি আমার অনুভব,
হয়তো কোনো বিষাদ রাতে
তোমাকে চাইব দিয়ে সব।

এই আলোর পথ ধরে
হেঁটে যাব হাতে রেখে হাত,
তোমার হাতের উষ্ণতায়
পেতে চাইব জীবনের স্বাদ।

এই আলো আঁধারি রাত ভোরে
আসবে শিশিরের ছোঁয়া,
সেই ভিজে ভিজে অনুভূতি,
হবে সকল দুখ ধোয়া।

BANGLADARSHAN.COM

অচেনা স্মৃতি

কুয়াশা মাখা আবছা সকাল,
মনকেমনের মেঘে,
হিমেল শিশির পরশ করে
আলতো পায়ে লেগে।

এমন দিনে মনের মাঝে
উদাসী সব ভাবনা,
আপন খেয়ায় ভেসে বেড়ায়
দিশাহীন আনাগোনা।

মনে পড়ে সেদিন বেশী
চলে গেছে যারা,
হয়তো আছে কোনোখানে
রয়েছে অধরা।

তাদের কথা ভেবে স্মৃতি
ভীষণ দিল হানা,
আজ আর তাদের হয় না ছোঁয়া
রয় তারা অচেনা।

BANGLADARSHAN.COM

আলোর রথ

কুয়াশা ঘেরা আবছা সকাল আলো ছায়ার মাঝে,
আঁধার সরে রবির আলোয় উজল ধরা সাজে।
কানন ঘিরে ফুটেছে যত কলি শুভ্র ফুল,
পরম যত্নে তোলে রমণী ভক্তি ব্যাকুল।

এই ফুলে সে দেবতারে দেবে গেঁথে মালা,
সাজিয়ে দেবে পূজার ডালি ভরে পূজার থালা।
আরেক পাশে গাঁদা মেলায় দাঁড়িয়ে এক মেয়ে,
ফুলের শোভায় স্মিত হাসিতে অধর গেল ছেয়ে।

শুভ্রপুষ্প লতা মাঝে লম্বা বেণী রমণী,
পূজার তরে বেছে ফুল গাঁথবে মালা এখুনি।
ফোটা ফুলের মাঝে সেই সোনারবরণ মেয়ে,
ফুলের হাসি মোহিত চোখে দেখে মুগ্ধ হয়ে।

আলোর রথ চড়ে রবি আনলো নতুন দিন,
ফুলের শোভা মাঝে ধরার দিন রঙীন।

BANGLADARSHAN.COM

মনমাঝি

মনমাঝি তুই মনপবনের নাও যে ভাসাইলি,
অকুল গাঙে ভেসে ভেসে দিন কাটাইলি,
বাউল মনের একতারাতে একটি শুধু তার,
সে তার দিয়ে সুর যে বাজে সেই সৃষ্টিকর্তার।

রসকলির হরিচন্দনে ওই যে দাগটি আঁকা,
আজ্ঞাচক্রে সেই স্থানে দয়াল যে দেন দেখা।
অপর পারের সুদূরে ওই ঝাপসা যে বনরাজি,
পাখির ডানায় ভর করে মন উড়তে এখন রাজী।

এপারের ওই নদীর পাড়ে পাথর আর ঘাসে,
এ মনবাউল ওইখানে তার নোঙ্গর ফেলে আছে।
রুদ্রাক্ষ আর গেরুয়া বসন করে মন ফেরারী,
বাউল হয়ে ঘোরে পথে, মন টেকেনা তারই।

BANGLADARSHAN.COM

মনবাউলের একতারা

মনপবনের নাওটি নিয়ে অকুল গাঙে ভেসে,
মনমাঝি তুই চললি রে কোন সে অচিন দেশে?
ছেঁড়া পালে হাওয়ার টানে কোথায় চলে ধেয়ে,
সোনার বরণ ধানে বোঝাই মনপবনের নাওয়ে।

দূর দিগন্ত পারে দেখে মেঘের আনাগোনা,
কোন সুদূরের আকাশে মনপাখি মেলিস ডানা?
পারের কড়ি দিয়ে গেল সোনার বরণ ধান,
বাজে কি সহজিয়া মনে মনখারাপের তান?

বাউল মনের সহজ সুরের সঙ্গী অচিন পথ,
যে পথ দিয়ে কালের স্রোতে গেছে কত রথ।
সে পথ ধরে কাঙাল পরাণ অচিনপুরে ধায়,
সেখানেতে তার নিত্যমিলন সেই পরমাত্মায়।

তিনি বিরাজিত আছেন চেতন রূপে ঘটে,
আত্মা আমার রঙীন হতে তাঁর সঙ্গে মাতে।
মনবাউলের একতারাতে বাজে সুরবাহার,
আনন্দে সুরে মিশে যায় অনন্ত সেতার।

BANGLADARSHAN.COM

কখনো আমি

কখনো আমি আকাশ হব ভেবে
নীল আকাশে মেঘ হয়ে যাই ভেসে,
কখনো আমি বৃষ্টি হব ভেবে
ধারা স্নানে ধরায় যাই মিশে।

কখনো আমি নদী হব ভেবে
উতল ধারায় ছুটি সাগর পানে,
কখনো আমি নদীর তট হয়ে
সভ্যতাকে গড়ি আপন মনে।

কখনো আমি পাহাড় হব ভেবে
আকাশবুকে অটল হেলান দিয়ে,
কখনো আমি তুষার হব ভেবে
হিমাদ্রিতে শুভ্র মুকুট সাজিয়ে।

কখনো আমি ছায়া হব ভেবে
ছায়াপথকে জাপটে ধরি জেদে,
কখনো আমি সাগর হব ভেবে
তেজ শুষেনি' বুক ফাটানো রোদে।

কখনো আমি বৃক্ষ হব ভেবে
রপ্ত করি নির্লিপ্ত সহিষ্ণুতা,
কখনো আমি ধরিত্রী মা হয়ে
বক্ষে ধরি কত না সভ্যতা।

BANGLADARSHAN.COM

অচিন সুর

মনবাউলের একতারাতে বাজে অচিন সুর,
অচিনপুরের পথিক সে যে পথটি তার সুদূর।
দিগন্তে বিলিন হল ওই যে অস্তরবি,
মনফকিরের হাতছানিতে সে হয়েছে কবি।

বিলিয়ে দিয়ে আপন সুখ দুখের যত বোঝা,
নিয়েছে সে মন মাতানো সুরটি সহজ সোজা।
অচিনপুরের দিকদিশাহীন অনন্ত পথ ছুঁয়ে,
উড়ছে পাগল মন যে আমার আনন্দেতে নুয়ে।

উজল জ্যোতির স্রোতের টানে অপার সেই লোকে,
ছুটে চলে আনন্দেতে অন্তবিহীন লোকে।
সেই খানেতে সকল চাওয়া পাওয়ার শেষে গিয়ে,
মিশে যাব অনন্তে, মিশব সকল কিছু নিয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥